ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ এর ১৯৯৭-৯৮ও তাহার পূর্ববর্তী নিরীক্ষা বৎসরসমূহের হিসাব, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুতর অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া এই অডিট রিপোর্ট প্রণীত হইয়াছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ (১) অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭৪ সালের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন (১৯৭৫ সালের ১৪ নং সংশোধিত আইনসহ পঠিতব্য) এর বিধান অনুযায়ী সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর ন্যস্ত করা হয়।

আটটি মন্ত্রণালয়ের তেইশটি সরকারী বিভাগ/দপ্তর ও স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান এই কার্যালয়ের নিরীক্ষাধীন। উক্ত তেইশটি সরকারী বিভাগ/দপ্তর ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব সম্পর্কে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। উত্তর নিরীক্ষার (Post Audit) আওতায় নমুনামুলক নিরীক্ষা (Test Audit) ও শতকরা হার ভিত্তিক নিরীক্ষা (Percentage Audit) কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়াই এই অডিট রিপোর্ট সমূহ প্রণয়ন করা হয়।

স্থানীয় যাচাই নিরীক্ষা ও পরিদর্শনে যে সব আর্থিক অনিয়মকে গুরুতর বিবেচনা করিয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, সেই সকল অনিয়ম সংশোধন কল্পে সরকার ও মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মধ্যে বিদ্যমান প্রথা অনুযায়ী নিরীক্ষাধীন কার্যালয়, নিয়ন্ত্রণ কারী কর্তৃপক্ষ এমনকি "প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার" হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে ও উপায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে নিস্পত্তির প্রচেষ্টা চালানোর পরও যে সকল আর্থিক অনিয়মের ব্যাপারে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই, সেই সকল অনিয়মের বিবরণ এই রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।

অডিট রির্পোটটি মূলতঃ ১৯৯৭-৯৮ সালের হইলেও রির্পোটটিতে ১৯৯৭-৯৮ সালের ১১টি ১৯৯৬-৯৮ সালের ৫টি, ১৯৯৫-৯৮ সালের ২ টি, ১৯৯২-৯৮ সালের ২ টি, ১৯৯৬-৯৭ সালের ১১ টি, ১৯৯৪-৯৭ সালের ৬টি, ১৯৯৫-৯৬ সালের ২ টি, ১৯৯৪-৯৬ সালের ৩ টি, ১৯৯৩-৯৬ সালের ১টি, ১৯৯২-৯৬ সালের ২ টি, ১৯৯৪-৯৫ সালের ২ টি, ১৯৯২-৯৫ সালের ১টি, ১৯৯২-৯৩ সালের ১ টি সহ মোট ৪৯ টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই ৪৯ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৩২ টি অনুচ্ছেদকে একীভূত করিয়া ৭টি যৌথ খসড়া অনুচ্ছেদ এবং অবশিষ্ট (৪৯-৩২) = ১৭ টি অনুচ্ছেদকে স্বতন্ত্র খসড়া অনুচ্ছেদ অর্থাৎ সর্বমোট (৭+১৭) = ২৪ টি খসড়া অনুচ্ছেদকে এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, উত্থাপিত আপত্তি সমূহের উপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাব প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারনেই নিরীক্ষার ফলাফল প্রক্রিয়া করণের বিলম্ব হইয়াছে।

এই রিপোর্টে দুইটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে ৪৯টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অমীমাংসিত অডিট আপত্তি এবং অডিট আপত্তির ফলে আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত অর্থের বিবরণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময় কালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উত্থাপিত ২৯,৬৪৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২৩,৫৩৮ টি অডিট আপত্তি এবং ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের ১৪০১টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১২৩৭টি অডিট আপত্তি অমীমাংসিত রহিয়াছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭৪ সালের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইনের ৫ ও ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইল।